এমডিজি বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি আমাদেরও দায়িত্ব রয়েছে

প্রায় সর্বকালেই সকল দেশের সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সরকারপ্রধান ও উন্নয়ন অংশীদারগণ ক্ষুধা-দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত দেশ ও তার মাধ্যমে একটি স্বপ্নময় পৃথিবী গড়ার অঙ্গীকার করে এসেছেন। অঙ্গীকারের এই বানে তারা আজো মানুষকে ভাসিয়ে যাচ্ছেন হরহামেশা, কিন্তু কার্যত তার অংশতই মাত্র বাস্তবায়িত হয়েছে। ফলত রাশি রাশি অঙ্গীকার শেষপর্যন্ত পরিণত হয়েছে কাগুজে দলিলেই। কারণ পৃথিবী আজো ক্ষুধা-দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত হয় নি, আজো পৃথিবীবাসীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিত্য ক্ষুধা ও রোগশোকে কাতর অবস্থায় দিনাতিপাত করতে বাধ্য হচ্ছে, নিয়ত বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকারে পরিণত হতে হচ্ছে নারী ও দরিদ্র মানুষকে। বস্তুতপক্ষে আমরা যতটা বলি ততটা করি না। যেটুকু করি, সেটুকুও ভালোভাবে করি না। এরকম প্রেক্ষাপটে ২০০০-এর সেপ্টেম্বরে ১৮৯টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও বিশ্বনেতৃবৃন্দ জাতিসংঘের সহস্রাব্দ ঘোষণায় স্বাক্ষর করে ক্ষুধা-দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে মানুষের স্বপ্নকে আরো সম্প্রসারিত করে দেন। কারণ এ ঘোষণা ছিল সময়নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সূচকসম্বলিত। কিন্তু হতাশার কথা হলো ইতোমধ্যে আমরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) বাস্তবায়ন মেয়াদের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি সময় অতিবাহন করে এসেছি। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই প্রত্যাশানুগ সাফল্য অর্জন করতে পারি নি।

ক্ষুধা ও চরম দারিদ্র্য নিরসন, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন, জেন্ডার সমতার প্রসার ও নারী উন্নয়ন, শিশুমৃত্যু হ্রাস, মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়াসহ অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব কমানো এবং পরিবেশগত ভারসাম্য নিশ্চিত করা ও বৈশ্বিক উন্নয়ন সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা— এই আটটি লক্ষ্যের প্রতিটিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নারীর সামগ্রিক অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা ও সূচক সরাসরি নারীলক্ষ্যী, যেগুলোর বাস্তবায়ন সামগ্রিকভাবে ক্ষুধা-দারিদ্র্য নিরসনের পাশাপাশি নারী-পুরুষে বিরাজিত বৈষম্য দূরীকরণেও ভূমিকা রাখবার কথা, যার প্রতিটিই এক বা একাধিক স্বীকৃত মানবাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের এমডিজি অর্জনে অগ্রগতি প্রশংসনীয় হলেও নারীর জন্য সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যসমূহ অর্জনের বেশ কিছু ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে আছি। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক হওয়া সত্ত্বেও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি আসে নি। মেয়েশিশুদের শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে বেশ কিছু সরকারি প্রণোদনা থাকলেও আর্থ-সামাজিক কারণে মেয়েদের কিশোরী বয়সে বিয়ে ও মাতৃত্ব এক্ষেত্রে একটা বড়ো প্রতিবন্ধকতা। পরিণত বয়সের আগেই মা হতে হওয়া মাতৃমৃত্যুর একটি কারণ। দেখা যায়, বাংলাদেশ মাতৃস্বাস্থ্যসংক্রান্ত লক্ষ্যের ৬টি সূচকেই এখনো পিছিয়ে আছে।

সম্প্রতি তৈরি পোশাকশিল্পে নারীর অংশগ্রহণ ব্যাপক হলেও নারীকর্মীদের নিরাপদ কর্মসংস্থান, উপযুক্ত মজুরি নির্ধারণ এবং কর্মসহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা এখনো সম্ভব হয় নি। সকল ক্ষেত্রে 'সমকাজে সমমজুরি'ও এখনো স্লোগানই রয়ে গেছে। একইরকম কাজ করে নারীকর্মীরা এখানে এখনো কম মজুরিপ্রাপ্ত হয়।

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় রাজনীতিতে নারীনেতৃত্ব আজ দৃশ্যমান রূপ পেয়েছে; কিন্তু তবু, সামগ্রিক অর্থে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে নারীর অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। এছাড়া পরিবেশগত সংকটও দেশে দিন দিন বাড়ছে, যার কুফল সবচেয়ে বেশিটা বর্তাচ্ছে এসে নারীসমাজের ওপরই।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তৎকালীন সরকারপ্রধান হিসেবে সহস্রাব্দ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছিলেন। এ কারণেও হতে পারে, তাঁর সরকারের এমডিজির প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ লক্ষণীয়। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারেও যুক্ত হয়েছিল বিষয়টি। বর্তমান সরকার যেজন্য নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যদিও তা যথেষ্ট নয় মনে করবার কারণ আছে। পাশাপাশি সাধারণ সমাজ সদস্যদেরও এক্ষেত্রে দায়িত্ব রয়েছে বলে আমরা মনে করি। সরকারকে তার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দেওয়া, বাস্তব তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে অবস্থা বিশ্লেষণ করা এবং সরকার ও উন্নয়ন অংশীদারদের চাপ প্রয়োগ করা প্রভৃতির মাধ্যমে আমরা সে দায়িত্ব পালন করতে পারি। চলতি সংখ্যা *নারী ও প্রগতি* এক্ষেত্রে আগ্রহীদের সহায়তা করতে পারে।